ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি

ট্রিকস

- ভাষার রূপ বা গঠন বর্ণনা, ভাষা বিশ্লেষণ এবং বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ শব্দ-ভান্ডার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য এর শব্দশ্রেণি সম্পর্কে জানা আবশ্যক।
- বোর্ড প্রশ্নের ০৩ নং প্রশ্নে তোমাকে বাংলা ভাষায় আলোচ্য ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি অর্থাৎ, পদ-প্রকরণ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ) সম্পর্কে বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা হবে।
- অথবা একটি অনুচ্ছেদ থেকে বা প্রদত্ত বাক্যগুলো থেকে কিছু শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় করতে বলা হবে।
- অথবা একটি অনুচ্ছেদ থেকে নির্দিষ্ট কোনো শব্দশ্রেণির পাঁচটি শব্দ নির্ণয় করতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- তোমাদের ২০২৫ সালের পরীক্ষার জন্য বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ও আবেগ–এ চারটি শব্দশ্রেণি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিলে তোমরা সহজেই বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে। আর হ্যাঁ, বর্ণনামূলক উত্তর লিখলে প্রতিটি নিয়মের সাথে অবশ্যই উদাহরণ যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে।
- তবে যদি তুমি বাক্য বা অনুচ্ছেদ থেকে প্রদত্ত শব্দের শ্রেণি নির্ণয়ে দক্ষ হও, তবে এ অংশের উত্তর লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র.: মনে রাখবে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি অর্থাৎ পদ-প্রকরণ অংশের উত্তরের জন্য তোমাকে অবশ্যই এ বিষয়ের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। নয়তো সম্পূর্ণ নম্বর পাওয়া তোমার জন্য কঠিন হবে।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আবেগ-শব্দ কাকে বলে? আবেগ-শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[ঢা.বো.'২৪, ২৩; চ.বো.'২৪, ২২; মাদ্রসা বো.'২৪; ম.বো.'২৩, ২২; কু.বো.'২৩; রা.বো., ব.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]

উত্তর

আবেগ-শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ-শব্দ বলে।
যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে! বাহ্! বড়ো চমৎকার ছবি।

আবেগ–শব্দের শ্রেণিবিভাগ: ভাব প্রকাশের দিক থেকে আবেগ-শব্দ নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন:

(i) **বিস্ময়সূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ পায়।
যেমন: আরে, তুমি আবার কখন এলে! অ্যাঁ, বলছ কী? ও ফিরে এসেছে!

(ii) **প্রশংসাবাচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ পায়।
যেমন: শাবাশ! খেলার মতো খেলা দেখালে। বাঃ! বড়ো চমৎকার ছবি এঁকেছ তো!

(iii) **বিরক্তিসূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে বিরক্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা প্রকাশ পায়।
যেমন: ছিঃ! এই কাজটি তোর। কী যন্ত্রণা! এভাবে কত সময় দাঁড়িয়ে থাকব।

(iv) **ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে আতঙ্ক, যন্ত্রণা, ভয়, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।
যেমন: উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। আঃ! কী বিপদ।

(v) **করুণাবাচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে করুণা, সহানুভূতি প্রকাশ পায়।
যেমন: হায় হায়! এখন আমার কী হবে। আহা! লোকটি দেখতে পায় না।

(vi) **সিদ্ধান্তসূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।
যেমন: আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব। উঁহু!, ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

(vii) **সম্বোধনসূচক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: হে বন্ধু! চলো ফিরে যাই গ্রামে। ওরে! তুই কোথায় চললি?

(viii) **আলংকারিক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করতে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
যেমন: দুর পাগল! তোকে সে কিছুই বলেনি। মা গো মা! লোকে এমন হাসাতেও পারে!

০২। **বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ কর।**

[রা. বো.'২৪, ২৩; ব.বো.'২৪, ২২; কু.বো.'২৪; ম.বো.'২৪; সি.বো.'২৩, ১৯; য.বো.'১৯,১৭; দি.বো.'১৭]

উত্তর

বিশেষ্য পদ: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদ সাধারণত ছয় প্রকার। উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করা হলো:

(i) নাম-বিশেষ্য, **(ii)** জাতি-বিশেষ্য, **(iii)** বস্তু-বিশেষ্য, **(iv)** সমষ্টি-বিশেষ্য, **(v)** গুণ-বিশেষ্য এবং **(vi)** ক্রিয়া-বিশেষ্য।

(i) নাম-বিশেষ্য: ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নামকে নাম-বিশেষ্য বলা হয়। যেমন-

ব্যক্তিনাম: হাবিব, সজল, লতা, শম্পা।

স্থাননাম: ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা।

কালনাম: সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান।

সৃষ্টনাম: গীতাঞ্জলি, সঞ্চিতা, ইত্তেফাক, অপরাজেয় বাংলা।

(ii) জাতি-বিশেষ্য: জাতি-বিশেষ্য সাধারণ-বিশেষ্য নামেও পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট কোনো নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। যেমন: মানুষ, গরু, ছাগল, ফুল, ফল, নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদি।

(iii) বস্তু-বিশেষ্য: কোনো দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তু-বিশেষ্য বলে। যেমন: ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই ইত্যাদি।

(iv) সমষ্টি-বিশেষ্য: এ ধরনের বিশেষ্য দিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন: জনতা, পরিবার, ঝাঁক, বাহিনী, মিছিল ইত্যাদি।

(v) গুণ-বিশেষ্য: গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণ-বিশেষ্য বলে। যেমন: সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য ইত্যাদি।

(vi) ক্রিয়া-বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে। যেমন: পঠন, ভোজন, শয়ন, করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।

০৩। **ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।** [য. বো.'২৪ ২৩, ২২; ব. বো, দি.বো.'২৩; রা. বো, সি. বো.'২২; কু.বো.'১৭]

উত্তর

ক্রিয়াপদ: যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন: (i) ছেলেরা বল <u>খেলে</u>। **(ii)** গাছে গাছে পাখি <u>ডাকে</u>।

উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো:

ক. ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা:

(i) সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়া বাক্যের (ভাবের) পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি ঘটায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন: দীপান্বিতা গান <u>গায়</u>। হিমেল বল <u>খেলে</u>। মুন্নি বই <u>পড়ে</u>।

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন:

(i) কথাটা <u>শুনে</u>.....।

(ii) সূর্য <u>উঠলে</u>.....।

(iii) আমি ভাত <u>খেয়ে</u>.....।

খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার। যথা:

(i) সকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন: সে বই পড়ছে। এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

(ii) অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন: সে ঘুমায়। এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই। এই বাক্যে 'ঘুমায়' হলো অকর্মক ক্রিয়া।

(iii) দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।
এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

গ. গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়া পাঁচ প্রকার। যথা:

(i) সরল ক্রিয়া: একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন: সে লিখছে।, ছেলেরা মাঠে খেলছে।

(ii) প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন।

(iii) নামক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে 'আ' বা –'আনো' প্রত্যয়যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন: বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে-'আনো' যুক্ত হয়ে হয় 'চমকানো'। এরূপ: কমানো, ছটফানো প্রভৃতি।

(iv) সংযোগ ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: গান করা, উদয় হওয়া, কথা দেওয়া, ভাঙন ধরা, লজ্জা পাওয়া, আছাড় খাওয়া ইত্যাদি।

(v) যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

ঘ. স্বীকৃতি অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা:

(i) অস্তিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন: তমা এসেছে।

(ii) নেতিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন: তমা আসেনি।

০৪। বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [দি.বো.'২৪; ম.বো.'২২]

উত্তর

বিশেষণ পদ: যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে।

বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ। নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

(ক) নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন: খারাপ মানুষকে সবাই ঘৃণা করে (বিশেষ্যের বিশেষণ)। তিনি বিনয়ী (সর্বনামের বিশেষণ)।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ:

(i) বর্ণবাচক: নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা।

(ii) গুণবাচক: চালাক ছেলে, ঠান্ডা পানি, ভালো মানুষ।

(iii) অবস্থাবাচক: চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ, তাজা মাছ।

(iv) ক্রমবাচক: এক টাকা, আট দিন ।

(v) পূরণবাচক: তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান।

(vi) পরিমাণবাচক: আধা কেজি চাল, অনেক লোক।

(vii) উপাদানবাচক: বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি ।

(viii) প্রশ্নবাচক: কেমন গান? কতক্ষণ সময়?

(ix) নির্দিষ্টতাবাচক: এই দিনে, সেই সময়।

(খ) ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ দুই প্রকার:

(i) ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ: খুব সাবধানে থেকো।

(ii) বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ: তুমি খুব সুন্দর।

০৫। সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [ঢা.বো.'২২; ঢা.বো., চ.বো.'১৯; ঢা.বো., ব.বো.'১৭]
[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ; বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর

সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যেসব শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: রাফি ভালো ছেলে। সে নিয়মিত কলেজে যায়। এখানে 'সে' একটি সর্বনাম।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ:

(i) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিনামের পরিবর্তে বসে। এই সর্বনাম তিন ধরনের:

ক. বক্তা পক্ষের সর্বনাম: আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।

খ. শ্রোতা পক্ষের সর্বনাম: তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা, তোমাকে, তোকে, আপনাকে ইত্যাদি।

গ. অন্য পক্ষের সর্বনাম: সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওর, ওদের ইত্যাদি।

শ্রোতাপক্ষ ও অন্যপক্ষের সর্বনামকে মর্যাদা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়: সাধারণ সর্বনাম (তুমি, সে), মানী সর্বনাম (আপনি, তিনি, ইনি, উনি) ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম (তুই, এ, ও)।

(ii) আত্মবাচক সর্বনাম: কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য এ ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। যেমন: নিজে (সে নিজে অঙ্কটা করছে), স্বয়ং ইত্যাদি।

(iii) নির্দেশক সর্বনাম: যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। যেমন- নিকট নির্দেশক: এ, এই, এরা, ইনি; দূর নির্দেশক: ও, ওই, ওরা, উনি।

(iv) অনির্দিষ্ট সর্বনাম: অনির্দিষ্ট বা পরিচয়হীন কিছু বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলে। যেমন: কেউ, কোথাও, কিছু, একজন (একজন এসে খবরটা দেয়) ইত্যাদি।

(v) প্রশ্নবাচক সর্বনাম: প্রশ্ন তৈরির জন্যে প্রশ্নবাচক সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়। যেমন: কে, কারা, কাকে, কার, কী (কী দিয়ে ভাত খায়?) ইত্যাদি।

(vi) সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন: যারা-তারা, যে-সে, যেমন-তেমন (যেমন কর্ম তেমন ফল) ইত্যাদি।

(vii) পারস্পরিক সর্বনাম: দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে পারস্পরিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন: পরস্পর, নিজেরা নিজেরা (যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিজেরা নিজেরা মিটমাট করে) ইত্যাদি।

(viii) সকলবাচক সর্বনাম: ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে সকলবাচক সর্বনাম হয়। যেমন: সবাই, সকলে, সকলকে, সবার, সমস্ত, সব ইত্যাদি।

(ix) অন্যবাচক সর্বনাম: নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে অন্যবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন: অন্য, অপর, পর, অমুক ইত্যাদি।

(x) সংযোগবাচক সর্বনাম: দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়। যেমন: আমি ভেবেছিলাম যে, তুমি চলে গেছ।, আমি বলি কী, তোমার না যাওয়াই ভালো।

০৬। কর্মপদ অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [দি.বো.'২২]

উত্তর

কর্মপদের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়াপদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) সকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার কাজ কেবল উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে হয় না, এক বা একাধিক কর্মপদকে গ্রহণ করতে হয়। যেমন: 'সে চিঠি লিখছে।, অনিক বই পড়ছে।, আমি ভাত খাই'। –এসকল বাক্যে লিখছে, পড়ছে ও খাই -সকর্মক ক্রিয়া, কেননা এদের কর্মপদ যথাক্রমে চিঠি, বই ও ভাত রয়েছে।

(ii) অকর্মক ক্রিয়া: যেসব ক্রিয়ার কর্মপদ নেই, তা-ই অকর্মক ক্রিয়া। যেমন: 'সে মাটিতে শোয়।, সে রোজ এখানে আসে।, সে ভালো দৌড়ায়' -প্রভৃতি বাক্যে শোয়, আসে ও দৌড়ায় অকর্মক ক্রিয়া, এদের কোনো কর্মপদ নেই। এসব ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

(iii) দ্বিকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুইটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: 'দাদু আমাকে একটি উপন্যাসের বই কিনে দিয়েছেন।'—এই বাক্যে 'কিনে দিয়েছেন' ক্রিয়াপদের কর্মপদ দুইটি- 'আমাকে' এবং 'উপন্যাসের বই'। এই কর্মপদের মধ্যে ব্যক্তিবাচক কর্মপদকে গৌণ কর্ম এবং বস্তুবাচক কর্মপদকে মুখ্য কর্ম বলা হয়।

০৭। যোজক কী? উদাহরণসহ যোজক-এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [কু.বো.'১৯; সকল বো.'১৮]

উত্তর

যোজক: পদ, বর্গ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন: এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

(i) সাধারণ যোজক: এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। যেমন: রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।, জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।

(ii) বৈকল্পিক যোজক: এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন: লাল বা নীল কলমটা আনো।, চা না-হয় কফি খান।

(iii) বিরোধমূলক যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। যেমন: এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না।, তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

(iv) কারণবাচক যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন:
জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি।
বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

(v) সাপেক্ষ যোজক: এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন: যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।, যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।

০৮। সাপেক্ষ সর্বনাম বলতে কী বোঝ? যেকোনো চারটি বাক্যে এর প্রয়োগ দেখিয়ে তা চিহ্নিত কর। [দি.বো.'১৯] [নেত্রকোণা সরকারি কলেজ]

উত্তর

সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। এটি দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়।
যেমন: যারা…তারা…, যে...সে..., যেমন...তেমন...ইত্যাদি।
বাক্যে প্রয়োগ:

(i) যেমন কর্ম তেমন ফল।
(ii) যে সয় সে রয়।
(iii) যারা এসেছিল তারা চলেও গেছে।
(iv) যে রাগে সে-ই হারে।